

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

11497 - ওজু করার পদ্ধতি

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি আশা করছি, একজন নারী কভিবে ওজু করবে সে ব্যাপারে আমাকে অবহতি করবেন। আমি আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রশ্নটি পশে করছি। আমি আরও আশা করছি- ইংরেজী বর্ণে আয়াতুল কুরসীর আরবী শব্দগুলো কভিবে পড়তে পারি সে ব্যাপারে আমাকে জানাবেন। আমি সুন্দর সুন্দর আয়াতগুলো শখিতে চাই যগুলোতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নজিরে সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আমি একান্তভাবে আশা করছি, আপনারা আমার এ প্রশ্নের জবাব দিবেন। কারণ উত্তরটি জানার জন্য আমার অন্তর ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের প্রিয় নবী, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীবর্গের ওপর দয়া করেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি; যিনি আপনার জন্য হৃদয়তের পথকে সহজ করে দিয়েছেন, আপনার অন্তরকে খুলে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাকে তাঁর আনুগত্যের ওপর অবচিল রাখেন। আপন ধর্মীয় বিষয়গুলো শখের জন্য আপনার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আপনাকে অব্যাহতভাবে ইলম অর্জনের উপদেশে দিচ্ছি; যে ইলমের মাধ্যমে আপনি আপনার ইবাদতকে নরিভুল করতে পারবেন। আরবী ভাষা শখের প্রতি আগ্রহী হতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করি; যাতে করে আপনি কুরআন শরীফ পড়তে পারেন ও যথাযথভাবে কুরআন বুঝতে পারেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে কল্যাণকর ইলম দান করেন।

ওজুর পদ্ধতি:

ওজু করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে-

ক. ফরয পদ্ধতি। সটো হচ্ছে-

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। এর মধ্যে- গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়োগু অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। কনুই পর্যন্ত হাত একবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত মাথা একবার মাসহে করা। এর মধ্যে কানদ্বয় মাসহে করাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪। দুই পায়ের টাঁকনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

পূর্ববোক্ত প্রতটি ক্ষেত্রে 'একবার' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট অঙ্গরে কোন অংশ যনে ধোয়া থেকে বাদ না পড়ে।

৫। এই ক্রমধারা বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথমতে মুখমণ্ডল ধৌত করবে, এরপর হাতদ্বয় ধৌত করবে, এরপর মাথা মাসহে করবে, এরপর পা দুইটি ধৌত করবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ক্রমধারা বজায় রেখে ওয়ু করছেন।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা। অর্থাৎ উল্লেখিত অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা; যাতে করে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অপরটি ধোয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকরে চয়ে দীর্ঘ সময়ের বিরতি না পড়ে। বরং এক অঙ্গরে পরপর অপর অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা।

এগুলো হচ্ছে- ওজুর ফরয কাজ; ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

এ কাজগুলো ওজুর ফরয হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

“হে মুমনিগণ! যখন তোমরা সালাতরে জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসহে কর এবং পায়ের টাঁকনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও; এবং যদি তোমরা জুনুবী অবস্থায় থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কড়ে পায়খানা থেকে আসে, বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে; তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা করতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

খ. মুস্তাহাব পদ্ধতি: যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে; ওয়ুর বস্তিতারতি পদ্ধতি নমিনরূপ:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

১। ব্যক্তি নিজি পবিত্রতা অর্জন ও হাদাস (ওজু না থাকার অবস্থা) দূর করার নিয়ত করবে। তবে নিয়ত উচ্চারণ করবে না। কেননা নিয়তের স্থান হচ্ছে- অন্তর। সকল ইবাদতেরে ক্ষমতেরই নিয়তেরে স্থান অন্তর।

২। বসিমল্লাহ বলবে।

৩। হাতেরে কব্জদ্বয় তনিবার ধৌত করবে।

৪। এরপর তনিবার গড়গড়া কুলি করবে (গড়গড়া কুলি: মুখেরে ভেতরে পানি ঘুরানো)। বাম হাত দিয়ে তনিবার নাকেরে পানি দিবে ও তনিবার নাক থেকে পানি ঝড়ে ফেলে দিবে। 'ইস্তনিশাক' শব্দে অর্থ- নাকেরে অভ্যন্তরে পানি প্রবেশে করানো। আর 'ইস্তনিসার' শব্দে অর্থ- নাক থেকে পানি বেরে করে ফেলা।

৫। মুখমণ্ডল তনিবার ধৌত করবে। মুখমণ্ডলেরে সীমানা হচ্ছে- দৈর্ঘ্যে মাথার স্বাভাবিক চুল গজাবার স্থান থেকে দুই চোয়ালেরে মলিনস্থল ও থুতনি পর্যন্ত। প্রস্থে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত। ব্যক্তিতার দাঁড়ি ধৌত করবে। যদি দাঁড়ি পাতলা হয় তাহলে দাঁড়িরে ওপর ও অভ্যন্তর উভয়টা ধৌত করবে। আর যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় যে চামড়া দেখা যায় না তাহলে দাঁড়িরে ওপর অংশ ধৌত করবে, আর দাঁড়ি খালি করবে।

৬। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধৌত করবে। হাতেরে সীমানা হচ্ছে- হাতেরে নখসহ আঙুলেরে ডগা থেকে বাহুর প্রথম অংশ পর্যন্ত। ওজু করার আগে হাতেরে মধ্যে আঠা, মাটি, রঙ বা এ জাতীয় এমন কিছু লগে থাকলে যগুলো চামড়াত পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করত হবে।

৭। অতঃপর নতুন পানি দিয়ে মাথা ও কানদ্বয় একবার মাসহে করবে; হাত ধোয়ার পর হাতেরে তালুতে লগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। মাসহে করার পদ্ধতি হচ্ছে- পানিতে ভজো হাতদ্বয় মাথার সামনে থেকে পছনেরে দিকে নবি; এরপর পুনরায় যখন থেকে শুরু করছে সেখানে ফিরিয়ে আনবে। এরপর দুই হাতেরে তর্জনী আঙুল কানেরে ছদ্রিত প্ৰবেশে করবে এবং বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে কানেরে পঠিদ্বয় মাসহে করবে। আর মহলিয়ার মাথার চুল ছড়ে দেয়া থাকুক কিংবা বাঁধা থাকুক; মাথার সামনেরে অংশ থেকে ঘাড়েরে ওপর যখনে চুল গজায় সেখানে পর্যন্ত মাসহে করবে। মাথার লম্বা চুল যদি পঠিরে ওপর পড়ে থাকে সে চুল মাসহে করত হবে না।

৮। এরপর দুই পায়েরে কা'ব বা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবে। কা'ব বলা হয় পায়েরে গোছার নম্বিনাংশেরে উঁচু হয়ে থাকা হাড়দ্বয়কে। দলিলি হচ্ছে ইতপূর্বে উল্লেখিত উসমান (রাঃ) এর ক্রীতদাস হুমরান এর বর্ণনা যে, একবার উসমান বনি আফফান (রাঃ) ওয়ুর পানি চাইলেন। এরপর তিনি ওয়ু করত আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), উসমান (রাঃ) হাতেরে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কব্জদিবয় তনিবার ধুইলনে, এরপর কুলি করলনে এবং নাক ঝাড়লনে। এরপর তনিবার তার মুখমণ্ডল ধুইলনে এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তনিবার ধুইলনে। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলনে। অতঃপর তনি মাথা মাসহে করলনে। এরপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত তনিবার ধুইলনে। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পা ধুইলনে। তারপর বললনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এ ওয়ূর করার ন্যায় ওয়ূ করতে দেখেছি এবং ওয়ূ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করবে এবং একান্ত মনোযোগের সাথে দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পছিনরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”[সহিহ মুসলিম, ত্বহরাত ৩৩১]

ওজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- ইসলাম গ্রহণ করা, আকলবান হওয়া, বুঝদার হওয়া ও নয়িত করা। এসব শর্তের কারণে কোন কাফরে ওয়ূ করলে ওয়ূ হবে না। পাগলরে ওয়ূ হবে না। বুঝদার হয়নি এমন শিশুর ওয়ূ হবে না। নয়িত করনি এমন ব্যক্তির ওয়ূ হবে না; উদাহরণতঃ কটে যদি ঠাণ্ডা উপভোগ করার নয়িতে এ অঙ্গগুলো ধৌত করে। ওয়ূ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পানি পবিত্রকারী হতে হবে। নাপাক পানি দিয়ে ওয়ূ শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে ওয়ূ শুদ্ধ হওয়ার জন্য যসেব বস্তু চামড়াতে ও নখে পানি পৌঁছতে বাধা দিয়ে সসেব জনিসি দূর করতে হবে; যমেন- মহলিদরে নখরে মধ্যবে ব্যবহৃত নহেল পলশি।

জমহুর আলমেরে মতে, ওয়ূতে বসিমল্লাহ পড়ার বধিান রয়েছে। তবে আলমেরো মতানকৈষ করছেন— বসিমল্লাহ পড়া ওয়াজবি নাকি মুস্তাহাব? ওয়ূর শুরুতে কথিবা মাঝখানে যে ব্যক্তির স্মরণে থাকে তার উচতি বসিমল্লাহ পড়া।

পুরুষ ও মহলির ওয়ূ করার পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নহে।

ওয়ূ সমাপ্ত করার পর এই দোয়া বলা মুস্তাহাব: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকি লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তোমাদের কটে যখন ওয়ূ করে এবং পরপূর্ণভাবে পানি পৌঁছায় কথিবা (বলছেন) পরপূর্ণভাবে ওয়ূ করে এরপর বলে: ‘আশহাদু আনলা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারকি লাহ। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ (অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। তনি এক। তাঁর কোন শরকি নহে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল) তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজায় খুলে দেয়া হয়। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে প্রবেশে করবে”[সহিহ মুসলিম, ত্বহরাত ৩৪৫; সুনানে তরিমযিতি আরকেটু অতিরিক্ত এসছে যে, ‘আল্লাহুম্মাজ আলনি মনিত্তাওয়যাবীন ওয়াজ আলনি মনিল মুত্বাতাহ্হরীন’ (অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে আপনি তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন)[সহিহু তরিমযি গ্নন্থে (৪৮) আলবানী হাদসিটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়তি করছেন]

[দখেন শাইখ আল-ফাওয়ান লখিতি ‘আল-মুলাখ্বাস আল-ফকিহী’ ১/৩৬]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনি লিখেছেন “আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন, আমাদের নবীর প্রতিদয়া করেন”: শরয়ি বিধান হচ্ছে-  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে ওপর দরুদ পড়া; ঠিকি যতোবতে আমাদের রব্ব আমাদেরকে নরিদশে দয়িচ্ছেনে। তিনি  
বলনে: “নশিচয় আল্লাহ্ নবীর প্রশংসা করনে এবং তাঁর ফরেশেতাগণ নবীর জন্য দো’আ-ইসতগেফার করনে। হে ঈমানদারগণ!  
তোমরাও নবীর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ কর এবং তাঁকে যথায়থভাবে সালাম জানাও।”[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]